[[[ মুক্তির মোহ ]]]
 বেবী রাণী রায়
 সহকারী শিক্ষক
 ১৫৯নং ভপলাখামার স প্রা বি
 ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

মুক্তি চাই, মুক্তি চাই
কে দেবে মুক্তি?
প্রাণের বিনিময়ে ভাই
কার আছে এ শক্তি?
মুক্তির মোহে জীবন বলিদান
পৃথিবীতে নেই এমন কীর্তিমান
আছি আমরাই! আমরা বাঙালি জাতি।

মায়ের মুখের সজল হাসি
কবেই যেন হয়েছে ফাঁসি!
স্বাধীনতার মোহন সুখের তরে
জ্বলল আগুন বুকের পরে।
নিজের পাওনা মিটিয়ে নেব
প্রাণ নিলেও তবু দেব
দেব আমরাই! আমরা বাঙালি জাতি।

পশু ওরা, শকুন ওরা
ওরা মোদের অরি,
ওরাই থেমে রেখেছিল
স্বাধীনতার সুখের ঘড়ি।
ভাঙব ওদের পাপের অসি
আসবে এবার, আলোর তরি।
আনব আমরাই! আমরা বাঙালি জাতি।

শুকিয়ে গেছে মেহেদি পাতা
প্রেমিকার ভেজা কাজল রেখা,
উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল
তাইতো নয়ন শহীদ হলো
শীতল করে বুকের জ্বালা
সবুজের পাতায় আকঁল- রক্ত আলপনা।
এঁকেছি আমরাই! আমরা বাঙালি জাতি।

উৎসর্গঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে

অরিন্দম
 বেবী রাণী রায়
 সহকারী শিক্ষক
 ১৫৯নং ভপলাখামার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
 ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

শান্তি, সুখে ভরা ছিল বাঙ্গালির জীবন
অন্য কিছু চাহিদার কখনও হয়নি প্রয়োজন
মায়ের আদর, বাবার শাসনের নেইতো কোন জুড়ি
পড়ন্ত বিকেলে ভেলার মাঠে উড়ত কত ঘুড়ি।

হঠাৎ! শকুনেরা এলো বাংলার প্রান্তরে
দেশি চামচিকাও ভিরেছে তাদের ছত্ররে।
কি হবে উপায়? কে করবে রক্ষা বাংলার মানচিত্র?
দিনে দিনে স্বাধীনতা হচ্ছে খন্ড বিখন্ড।
নিরাশার বুকে আশার আলো, পাব কোথায়?
ঠিকানা একটাই, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়।

অপারেশন সার্চলাইট পচিঁশ মার্চ রাতে
শান্তির ঘুম ভেঙ্গে, জীবন গেছে তাতে।
কত বাবা, ভাইয়ের রক্ত নিল
মা, বোনের শরীর গেল।
হাহাকার করে কেঁদেছে অবুঝ শিশুর প্রাণ
বৃদ্ধ নরনারী কেউ, তারাও পায়নি পরিত্রাণ।

দেশ হতে তাড়াতে হবে শত্রু সেনার দল
এমন কারো নেই সাহস নেইযে কারো বল।

৭ মার্চ ১৯৭১ দিলে স্বাধীনতার ডাক
যোগ দিল সব জনতা শুনে তোমার হাঁক
রক্তদিয়ে স্বাধীন হলো আমাদের এই দেশ
মুক্ত হয়ে আমরা সবাই আছি এখন বেশ।

ঘাতক ওরা, পিশাচ ওরা, ওরাই মহাশমন
তোমার নেতৃত্বে পরাজিত তারা তুমি করেছ দমন।
স্বপ্ন তোমার সোনার বাংলা করলে তুমি সৃজন
স্বার্থক এই বাংলার মাটি ধন্য তোমার জীবন।
মরণ মুছবেনা তোমার কথা, পৃথিবী করবে শ্রবণ
সফল তুমি শেখ মুজিব, তুমিই অরিন্দম।

সেই দিন আসবে

বেবী রাণী রায়
 সহকারী শিক্ষক
 ১৫৯নং ভপলাখামার স প্রা বি
 ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

তিমির গিরি জমেছিল বঙ্গপ্রদেশে

আশার আলোও নিভেছিল, মনে প্রাণেতে।

খেয়েছে যৌবন, নিয়েছে রক্ত

তবুও বাঙ্গালি পণেতে শক্ত।

আসবেই সেই দিন আনন্দ মুক্তির

দিতে পারি প্রয়োজনে বুকের রুধির।

সাধের মালতি ফুটিল না কিছুদিন

স্বাধীনতার নেশা প্রাণে ছিল অমলিন।

যুদ্ধ চলল নয়টি মাস,

ষোলোই ডিসেম্বর ফেলেছি দীর্ঘশ্বাস।

হার মেনেছে শত্রু সেনার দল

খুশিতে তাই হৃদয় টলমল।।

স্বাধীনতার আজ ঊনপঞ্চাশ বছর পরে,

দুষিত বাংলা কিছু ঘুনে পোকার তরে,

ভাঙতে চায় বাংলার নিশান

মানুষত নয় হৃদয় পাষাণ।

বিষক্রিয়া করে তুলেছে এদেশের বুকে

বিষধর যেন বিষ তাদের মুখে।

স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস করলে প্রচার

কোন দুশমন দেশে থাকবেনা আর।

সবুজ ছায়া, রক্ত মাখা

আমাদের দেশ, আমাদের আশা

যবে প্রত্যেকে ভালবাসবে, আমার বাংলাদেশ

সেদিনই সবাই খাঁটি বাঙ্গালি, রবেনাতো ক্লেশ।

**অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা**

 বেবী রাণী রায়

 সহকারী শিক্ষক

 ভপলাখামার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, ঠাকুরগাঁও

পাহাড়তলীড় পাহাড়ী কন্যা মৌন তোমার প্রাণ

হৃদয় গহীনে স্বাধীনতার সমুদ্রে করেছ তুমি স্নান।

মা প্রতিভা দেবী, বাবা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার

দাশগুপ্ত ছিল বংশে আদি পদবী তাঁর।

শৈশবে আদর করে ডাকত সবাই রাণী

দেশের জন্য জীবন দিলে, যা অনেক দামী।

তোমারও সাহসে কেটে গেছে পরাধীনতার গ্লানি

অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা বলে আজকে আমরা জানি।

প্রথম বিপ্লবী নারী, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাসে

বাঙ্গালি মেয়ে হয়েও তুমি প্রমাণ দিছ ভবে।

ভরসা করেছ দীক্ষাগুরু মাস্টার দা সূর্যসেনের কাছে

দেশমাতৃকা মুক্তির মন্ত্র নিয়েছ সেদিন কাঁধে।

সহযোগী বন্ধু হয়ে ছিল পুর্নেন্দু দস্তিদার,

তোমার আত্মত্যাগে কেঁপেছে গোটা বৃটিশ সরকার

১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ১০.৪৫ মিনিট রাতে

সিংহের মত আক্রমণ করেছ ইউরোপিয়ন ক্লাবে।

সুশীল, কালি কিংকর, শান্তি, প্রফুল্ল, বীরেশ্বর রায়

সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজে নিয়েছ মৃত্যুর আশ্রয়,

এক মিনিটও লাগেনি সময় পটাশিয়াম সায়ানাইড খেতে

গুলিবিদ্ধ হলেও দেওনি ধরা ইংরেজদের হাতে।

যুদ্ধক্ষেত্রে পায়নি চিনতে কে তুমি নর?

মৃতদেহের চুল দেখে ওঠেছিল সে সময় ঝড়।

দাউ দাউ করে জ্বলেছে তোমার চির বিপ্লবী চেতনা

তোমার কাছে খুঁজে পায় প্রত্যেকে দেশপ্রেম অনুপ্রেরণা।

দেশবাসীর অবচেতনের ঘোর কেটে; ভেঙ্গেছে তন্দ্রা;

পুরো বাংলা পেল মুক্তির আলোক বর্তিকা।